

প্রজ্ঞাপনঃ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

নং-মপবি/সিজে-২-৮/৮৭-৮৮-১৮

তারিখ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

বিষয়ঃ থানায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক গ্রাম পুলিশ প্যারেডে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে

১। গ্রাম পুলিশের সাপ্তাহিক প্যারেড উপজেলা আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্যারেডে উপস্থিত গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে উপজেলার সার্বিক আইন-শৃংখলাসহ অনেক বিষয়ের খবরাখবর সহজে সগ্রহ ও আদান-প্রদান করা যায়। এই সমস্ত কারণে পুলিশের রেগুলেশন অব বেঙ্গলের ৩৭১(ক) ধারায় থানায় অনুষ্ঠিত গ্রাম পুলিশের সাপ্তাহিক প্যারেডে থানার সাবেক সার্কেল অফিসারগণের উপস্থিতি থাকিবার বিধান রাখা ছিল।

২। উপজেলা পরিষদ প্রবর্তনের পর গ্রাম পুলিশের সাপ্তাহিক প্যারেডে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতি থাকিবার কথা। কিন্তু অধুনা লক্ষ্য করা যাইতেছে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ অনেক ক্ষেত্রে থানায় অনুষ্ঠিত গ্রাম পুলিশ প্যারেডে উপস্থিত হইবার বিষয়ে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না। অথচ আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে গ্রাম পুলিশকে সক্রিয় করা একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু তদারকির অভাবে গ্রাম পুলিশের সদস্যগণ তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছেন।

৩। এমতবস্থায় গ্রাম পুলিশকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ থানায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক গ্রাম পুলিশ প্যারেডে উপস্থিত হইবেন এবং নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ও

(ক) উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের আইন-শৃংখলাসহ অন্যান্য বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রয়োজনবোধে খবর আদান-প্রদান করা। খবরের গুরুত্ববোধে উদ্ভবতন কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা।

(খ) কোন সদস্য কোন কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিলে আইন-শৃংখলা বিষয়ক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।

৪। ইহা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সহিত আলােচনাক্রমে জারি করা হইল।

স্বাঃ (মোঃ গোলাম মর্তুজা)।

উপ-সচিব ফোনঃ ২৪১২৫৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা। স্মারক নং-এস/৭০৩-৮৭/২২৪(৭৬) তারিখ ও ৬-৪-৮৯

বিষয়ঃ বকেয়া পুলিশ মেডেল ভাতা প্রসঙ্গে

১। সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পাকিস্তান আমলে প্রচলিত কায়েদে আযম পুলিশ মেডেল ও পাকিস্তান পুলিশ মেডেলকে বাংলাদেশে প্রচলিত যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল ও প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল-এর সমমর্যাদায় গণ্য করা যাইতে পারে। পাকিস্তান আমলে কিউপিএম এবং পিপিএম পদকপ্রাপ্ত অফিসাররা মাসিক যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ টাকা করিয়া পাইতেন এবং অন্যান্যরা উহার অর্ধেক হারে পাইতেন।

২। ১৯৭৬ সালে এবং পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার বিপিএম এবং পিপিএম পদকপ্রাপ্তদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করেন। ১৯৮২ সাল হইতে বিপিএম এবং পিপিএমএর পদকপ্রাপ্ত সকল স্তরের পুলিশ অফিসার/কর্মচারী মাসিক ভাতা যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা করিয়া পাইতেছেন।

৩। বর্তমানে পাকিস্তান আমলে পদকপ্রাপ্ত কোন কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্ণিত হারো (বাংলাদেশ আমলে) প্রদত্ত ভাতার বকেয়া পাওনা দাবি করিতেছেন।

৪। আপনার ইউনিটে এই ধরনের কোন দাবিদার থাকিলে তাহার বকেয়া পাওনার (১৯৭৬ সাল হইতে) হিসাব যথাসময়ে পুলিশ সদর দফতরে পৌছাইবেন। স্থানীয় জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে পদকের ভাতা গ্রহণকারীদের নামের তালিকা পাওয়া যাইতে পারে।

সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ, ঢাকা।